রুচিমাত্রেই প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন, কিন্তু কোনও অংশে বিধি-প্রেরণায় প্রযুক্তা নয়। এ বিষয়ে এ কথাও বলা উচিৎ নয়—যে জন শাস্ত্রবিধির অনুগত নয়, তাহার ভক্তিই সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু দ্বিতীয়স্কন্দে শ্রীশুকমুনির উক্তিতে শুনা যায়—

"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥"

হে রাজন্! বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়া প্রায়শঃ মুনিগণ নির্গুণ-স্বরূপে অবস্থান করতঃ শ্রীহরির গুণানুকথনে রমণ করিয়া থাকেন—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব বিধিমার্গ ভক্তি বিধির অপেক্ষা করেন বলিয়া সেই ভক্তি দুর্ব্বলা। কারণ যে অন্যের অপেক্ষা করে, সে দুর্ব্বল; আর যে অন্যের অপেক্ষা করে না, সেই সবল। এই রাগানুগা ভক্তি অন্য অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেই প্রবৃত্তা হয়েন বলিয়া প্রবলা। অতএব এই রাগানুগা ভক্তির জন্মলক্ষণও ভক্তিভিন্ন অন্যত্র অনভিরুচিত্ব বুঝিতে হইবে। ইহারই অপর নাম রুচি বা লোভ; যেমন শ্রীবিদুর মহাশয় তৃতীয়স্কন্দে শ্রীহরিকথারুচি উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশুধত্তে" ॥ ৩।৫।১৩ ॥

যাহার শ্রীহরিকথাতে মতি প্রবেশ করে, সেই শ্রদ্ধালুজনের গ্রাম্যকথা প্রভৃতিতে বিরক্তি জন্মে; যেহেতু শ্রীহরির চরণধ্যানে যাহার হৃদয় সুখী, তাঁহার সত্বর সমস্ত দুঃখ নাশ হইয়া থাকে। এই প্রমাণে 'মতি' শব্দের অর্থ শ্রীহরিকথায় রুচি বুঝিতে হইবে। বিধি-নিরপেক্ষ বলিয়া বিধিভক্তিতে কথিত দাস্য, সখ্য হইতে রাগানুগীয় দাস্য-সখ্যের ভেদও বুঝিতে হইবে। অতএব সপ্তম স্কন্দের পঞ্চম অধ্যায়ে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "তন্মনোঽধীত মুত্তমং"—ইহাতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ থাকাতে শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা সূচিত হইয়াছে। অতএব এই রাগানুগা ভক্তিতে শাস্ত্রবিধিকথিত ক্রমের আদর নাই; কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে ক্রম শুনা যায়, তাহারই অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ যে রাগাত্মক ভক্তের অনুগত হইয়াছে, সেই রাগাত্মক ভক্তের যে পরিপাটীর ক্রম শুনা যায়, সেইরূপেই অনুশীলন করিয়া থাকেন। রাগাত্মিকাতে রুচি যথা—

"সুহৃদ্ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চারং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা" ॥ ৩১০ ॥